ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র

নিত্যসঙ্গী যার অনিয়ম ও চড়া দাম

● আতাহার খান

বিদ্যুতের সঙ্কট দূর করার লক্ষ্য নিয়ে বিগত বছরগুলোতে স্থাপিত হয়েছে বেশকিছু ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র। সেই উদ্দেশ্য কিছুটা সফলতার মুখও দেখেছে। কিন্তু চড়া মূল্য, অব্যাহত অনিয়ম এবং পরিচালনায় অদক্ষতার কারণে ভাড়াভিত্তিক এই বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো এখন দেশের বোঝা হয়ে উঠেছে। এসব কেন্দ্র থেকে সরকার চড়া দামে বিদ্যুৎ কেনার কারণেও ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রশ্নের সম্মুখীন।

ভাড়াভিত্তিক (রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল) বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো থেকে বিদ্যুৎ বিষয়টি সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কতটা দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করছে তা খতিয়ে দেখতে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়ের একটি দল ২০১৩ সালে প্রায় ছয় মাসব্যাপী একটি নিরীক্ষা সম্পাদন করে। এই সময়কালে দলটি ২০০৯-২০১০ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছর এবং ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বিনা টেন্ডারে স্থাপিত রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কেন্দ্র বিউবোর বিদ্যুৎ ক্রয় সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য পর্যালোচনা করে। নিরীক্ষাকালে দলটি ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রের সঙ্গে বিউবোর সম্পাদিত চুক্তি, প্লান্ট ফ্যাক্টর, পরিশোধিত বিল এবং বাস্তব পরিদর্শনসহ নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই ইফেসিয়েন্সি নিরীক্ষায় দলটি পেয়েছে হাজারো কোটি টাকার অনিয়ম এবং সীমাহীন অদক্ষতার আলামত, যা নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে নিরীক্ষা দপ্তর। এটির কপি কয়েক মাস আগে পাঠানো হয়েছে বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ে। নিরীক্ষা দপ্তরের সেই প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর অযৌক্তিকতাও।

কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল কার্যালয়ের দলটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে পিডিবি জ্বালানি তথা ফার্নেস অয়েল/ডিজেল সরবরাহের ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেয়নি। কেন্দ্রগুলো অধিকাংশ পুরনো যন্ত্রপাতি কিনে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করেছে। ফলে নির্ধারিত অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করতে হচ্ছে, জ্বালানি আমদানি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে। ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রগুলো চুক্তি মোতাবেক আনুপাতিকহারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে কিনা তা যাচাই করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো সুযোগ বিউবোর নেই।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১১-২০১২ পর্যন্ত স্থাপিত রেন্টাল ও কুইক রেন্টালের সংখ্যা ৩২টি এবং উৎপাদন ক্ষমতা (স্থাপিত) ২১৭৪ মেগাওয়াট। গড় প্লান্ট ফ্যাক্টর ৪৬ ভাগ। অর্থাৎ উৎপাদিত পরিমাণ স্থাপিত ক্ষমতা থেকে অনেক কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিউবোকে স্থাপিত ক্ষমতার ওপর ফিক্সড রেন্ট পরিশোধ করতে হচ্ছে, যার দায়ভার করদাতারা বহন করছে। কেন্দ্রগুলো চাহিদা মোতাবেক বিদ্যুৎ সরবরাহে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও আউটেজ বাবদ জরিমানা যথাযথভাবে হিসাব করা হচ্ছে না এবং ধার্যকৃত জরিমানা চুক্তি মোতাবেক আদায় না করে বিউবো কেন্দ্রগুলোকে আর্থিকভাবে লাভবান হতে দিচ্ছে। নিরীক্ষা দপ্তর বলছে, অধিকাংশ কেন্দ্রের প্রকৃত উৎপাদন স্থাপিত ক্ষমতা থেকে অনেক কম। চুক্তি মোতাবেক প্রতিবছর নির্ভরযোগ্য ক্ষমতা পরীক্ষা করার মাধ্যমে নতুন উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারণ এবং সে অনুযায়ী ফিক্সড রেন্ট ধার্য করার বিধান থাকলেও তা না করে প্রতিবছর প্রথম স্থাপিত পূর্ণ ক্ষমতা মোতাবেক ভাড়া দেয়া হচ্ছে, যা বিউবোর ক্ষতির অন্যতম কারণ। অথচ অধিকাংশ রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কেন্দ্রের প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। কেন্দ্রগুলোকে সুবিধা দেয়ার জন্য আয়কর অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে বিউবো কেন্দ্রগুলোর আয়কর পরিশোধ করছে। প্রতিবেদনটিতে এসব ছাড়াও আছে আরো হরেক রকমের অনিয়ম ও অদক্ষতার চিত্র।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০১২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত খুলনা পাওয়ার কোম্পানির জন্য বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় আমদানি করা তেলের যাবতীয় ব্যয় বিউবো পরিশোধ করেছে কিন্তু তারপরও তেল ব্যবহারকারীকে সার্ভিস চার্জ দিতে হয়েছে বলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের প্রায় ৫৫৬ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। তথ্যমতে, খুলনা পাওয়ার কোম্পানিকে এই সার্ভিস চার্জের সুবিধা দিতে চুক্তির ধারা সংশোধন করা হয়েছে ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে; যার মাধ্যমে লাভবান হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানিটি। দায় বেড়েছে বাংলাদেশ সরকারের তথা পিডিবির।

বিউবোর সঙ্গে ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র কোয়ান্টাম, এনার্জিস পাওয়ার কোম্পানি, মেসার্স দেশ এনার্জি এবং ডাচ্-বাংলা পাওয়ার অ্যাসোসিয়েটসের চুক্তি অনুযায়ী প্লান্টের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ৯০ শতাংশ থাকার নির্দেশ আছে। কিন্তু এই কেন্দ্রগুলো বার্ষিক গ্রহণযোগ্য আউটেজ অপেক্ষা অতিরিক্ত আউটেজ ব্যবহার করেছে। এজন্য বিউবো কর্তৃক নিয়মমাফিক লোড ডিসপাচ (এলডি) কর্তন না করায় সরকারের ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ৩৭২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

বিউবোর সঙ্গে রেন্টাল কোম্পানির সম্পাদিত চুক্তির ৭.২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করার পর রেন্টাল কোম্পানির প্রতি চুক্তি বছর শেষ হওয়ায় দুই মাসের মধ্যে কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতার টেস্ট সম্পন্ন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। যদি টেস্টে উৎপাদন ক্ষমতা (ডিপেন্ডেবল ক্যাপাসিটি) কম পাওয়া যায়, সে ক্ষেত্রে নতুন টেস্ট অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষমতা নির্ধারিত হবে এবং সেই অনুযায়ী ভাড়া পরিশোধিত হবে। কিন্তু ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বিউবো কোয়ান্টাম পাওয়ার সিস্টেম লিমিটেডকে কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা টেস্ট গ্রহণ ছাড়াই প্রথমে বছরের টেস্টের ভিত্তিতে মাসিক ফিক্সড রেন্ট দিয়েছে এবং এই নিয়মবহির্ভূত প্রক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে বিউবোর ৩২৮ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। নিরীক্ষা দপ্তর বলছে, চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রতিটি রেন্টাল এবং কুইক রেন্টাল কোম্পানির উৎপাদন ক্ষমতা প্রতি বছর শেষে পরীক্ষার বাধ্যবাধকতা থাকলেও অধিকাংশ কোম্পানির ক্ষেত্রে তা সম্পাদন করেনি বিউবো।

ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর অদক্ষতার আরেকটি প্রমাণ হতে পারে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহারের বিষয়টি। এর ফলে অপচয় হয়েছে সরকারি অর্থ। তথ্য অনুযায়ী, কোয়ান্টাম, দেশ এনার্জি, সিনহা পাওয়ার জেনারেশন ও ডাচ্-বাংলা পাওয়ার কেন্দ্রগুলো ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত চুক্তি অনুযায়ী উৎপাদিত বিদ্যুতের বিপরীতে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করেছে। এই অতিরিক্ত ব্যবহারজনিত অর্থ বিউবো আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানটির ২৫০ কোটি ২১ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। নিরীক্ষা দপ্তর বলছে, এসব টাকা আদায় না করে বিউবো উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সুবিধা দিয়েছে, যা সরকারি অর্থ অপচয়ের শামিল।

প্রতিবেদনটির ভাষ্য অনুযায়ী, বিউবোর সঙ্গে এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল এবং এনার্জি প্রিমা চুক্তি অনুযায়ী ন্যূনতম ৯০ শতাংশ প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল প্রথম মেয়াদে। অথচ বিধিবহির্ভূতভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দ্বিতীয়বার পুনঃচুক্তি সম্পন্ন করে বিউবো সরকারের ২১৩ কোটি টাকা ক্ষতি করেছে। নিরীক্ষার সুপারিশে বলা হয়েছে, 'চুক্তি অনুযায়ী ন্যূনতম ৯০ শতাংশ প্লান্ট ফ্যাক্টর অর্জনে ব্যর্থ কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে প্রথম মেয়াদ উত্তীর্ণের পর বিধিবহির্ভূতভাবে দ্বিতীয়বার পুনঃচুক্তি সম্পন্ন করার জন্য দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করা প্রয়োজন।'

বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যুৎকেন্দ্র কোয়ান্টাম, নর্দার্ন পাওয়ার, অ্যাক্রোন সার্ভিস, এগ্রিকো ইন্টারন্যাশনাল ও ডাচ্-বাংলার সঙ্গে বিউবোর বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তির আওতায় বিদ্যুৎকেন্দ্র যথাসময়ে কমার্শিয়াল অপারেশন গ্রহণে ব্যর্থ হলে লিকুইডেটেড ড্যামেজ আদায় করার নিয়ম আছে। অথচ এসব কেন্দ্র যথাসময়ে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যেতে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও চুক্তিপত্রের শর্তানুযায়ী লিকুইডেটেড ড্যামেজ আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে ২৯৮ কোটি ৪৬

লাখ টাকা। রেন্টাল কোম্পানি মেসার্স আর জেড পাওয়ার প্লান্টের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সিওডির সময়ে চুক্তিবদ্ধ ক্যাপাসিটির চেয়ে কম ক্যাপাসিটিতে ডিপেন্ডেবল ক্যাপাসিটি নির্ধারিত হওয়ায় লিকুইড ড্যামেজ আরোপ এবং আদায় না করার কারণেও বিউবোর ক্ষতি হয়েছে ৭৩ কোটি ৭ লাখ টাকা।

সরকারের উচ্চপর্যায়ে পাঠানো নিরীক্ষা প্রতিবেদনের তথ্যে দেখা গেছে, ভাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিল পরিশোধকালে বিউবো কর্তৃক আয়কর না কেটে নিজ তহবিল থেকে আয়কর পরিশোধ করায় বিউবোর ক্ষতি হয়েছে ১৮৫ কোটি টাকা। নিরীক্ষা দপ্তরের ভাষ্য অনুসারে, 'বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কোম্পানির চুক্তি সম্পাদনকালে কতিপয় চুক্তিতে আয়কর রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কোম্পানি কর্তৃক পরিশোধের ধারা সংযোজন করেছে। কতিপয় চুক্তিতে বোর্ড কর্তৃক নিজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা হচ্ছে, যা আয়কর অধ্যাদেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।'

বিউবো কয়েকটি ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রকে কমার্শিয়াল অপারেশন ডেট (সিওডি) অর্জনকালীন বিলম্ব বাবদ আরোপযোগ্য লোড ডিসপাচ (এলডি) মওকুফ করার মাধ্যমেও সরকারের ২৪ কোটি ৮ লাখ টাকা ক্ষতি করেছে। এই কোম্পানিগুলো হলো– আইইএল কনসোর্টিয়াম, ডাচ-বাংলা এবং সিনহা পাওয়ার কোম্পানি। এছাড়া ভেড়ামারা ভাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি পরিবহনে ২নং রেলওয়ে ট্র্যাক ও সাইডিং লাইন বর্ধিতকরণ কাজের জন্য ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়েকে পরিশোধিত অর্থ উক্ত কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায় না করার মাধ্যমে বিউবোর ক্ষতি হয়েছে ২ কোটি ৯৯ লাখ টাকা।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ৭০ মেগাওয়াট রেন্টাল পাওয়ার বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্ট ক্যাপাসিটি থেকে ডিপেন্ডেবল ক্যাপাসিটি কম হওয়া লিকুইডিটি ড্যামেজ নির্ধারণের শর্ত বিভিন্ন চুক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত বিউবোর আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ৯ কোটি ১৪ লাখ টাকা। নিরীক্ষা দলের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সব রেন্টাল পাওয়ার কোম্পানির উৎপাদন ঘাটতির শর্ত সমরূপ না হওয়ার কারণেই বোর্ডের এই ক্ষতি হয়েছে।

গোপালগঞ্জ ১০০ মেগাওয়াট ও ফরিদপুর ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন কাজে প্রকল্প পরিচালক নিম্নমানের যন্ত্রাংশ ও অক্সিলারি আইটেম ব্যবহার করে প্রায় এক হাজার কোটি টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করেছেন। ফলে ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের শুরুতেই বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি সৃষ্টি হয়েছে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ওয়ারেন্টি পিরিয়ডের পর নিম্নমানের প্লান্ট দুটির মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিচালনা ব্যয়ভার স্বাভাবিকের তুলনায় বহুগুণ বাড়বে।

নিরীক্ষা দল সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে দেখেছে, ৮২০ মেগাওয়াট পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দোহাজারী, হাটহাজারী, তিতাস, কাটাখালী, সান্তাহার, বেড়া, বাঘাবাড়ী, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণের জন্য অপ্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি এবং বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে; যাতে সরকারের ক্ষতি হবে ৩৮০ কোটি টাকা।

বিউবোর সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে ইনিশিয়াল কমার্শিয়াল অপারেশনে যেতে ব্যর্থ হয়েছে মেসার্স ডংফ্যাং ইলেকট্রনিক্স ইন্টারন্যাশনাল করপোরেশন (চায়না)। কিন্তু, প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে লিকুইডিটি ড্যামারেজ আদায় করেনি বিউবো। ফলে সরকারের ক্ষতি হয়েছে ৬৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা। এছাড়া এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিমিটেড এবং এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড চুক্তিপত্র অনুযায়ী প্লান্টে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানির তুলনায় অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার করেছে এবং এর মূল্য ঠিকাদারের কাছ থেকে আদায় না করায় বিউবোর ২২ কোটি ১২ লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

পিকিং পাওয়ার প্লান্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৯টি প্রকল্পের নির্মাণে অনুমোদন ছাড়া ডিপিপিতে সংস্থান ছাড়া ও অঙ্গভিত্তিক সংস্থানের অতিরিক্ত অননুমোদিত ব্যয় করা হয়েছে ১৩২ কোটি টাকা। নিরীক্ষা দপ্তরের ভাষ্য, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ না করে ডিপিপি সংস্থান ব্যতীত অননুমোদিতভাবে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, যা বিধিসম্মত নয়। এই পিকিং পাওয়ার প্লান্টগুলো নির্ধারিত তারিখে কমার্শিয়াল অপারেশন শুরুতে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তিপত্র অনুযায়ী বিলম্বিত সময়ের জন্য লিকুইডিটি ড্যামেজ আরোপ এবং আদায় না করেও বিউবোর ৩৬৩ কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ৩টি পাওয়ার প্লান্ট সর্বোচ্চ অনুমোদিত আউটেজের অতিরিক্ত আউটেজ/আনশিডিউল শাটডাউন ও অতিরিক্ত ট্রিপিং করেছে। এজন্য কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জরিমানা আরোপ এবং তা আদায় না করায় সরকারের ক্ষতি হয়েছে ৪৭ কোটি ৩৫ লাখ টাকা।

কয়েকটি পাওয়ার প্লান্ট ফিজিক্যাল কন্টিজেন্সি খাতে অস্বাভাবিক ব্যয় করেছে ১৫ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। কিন্তু এর মধ্যে ১৫ কোটি ৭ লাখ টাকার হিসাব ও বিল ভাউচার না পাওয়ায় নিরীক্ষা দল এ খাতের ব্যয়ের যথার্থতা মূল্যায়ন করতে পারেনি। দলটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, উক্ত খাতে ডিপিপিতে সংস্থানের অতিরিক্ত অননুমোদিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ৮ কোটি ৩২ লাখ টাকা। এছাড়া আরডিপিতে আইটেমভিত্তিক সংস্থানকৃত মালামালের চেয়ে অতিরিক্ত ব্যবহার করায়ও সরকারের ৪৬ লাখ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রগুলো পরিচালনায় অনিয়ম এবং অদক্ষতার ফিরিস্তির আরেকটি নমুনা হতে পারে বেশি মূল্যে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি। প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সিম্পল সাইকেল গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকাজে প্রথম পুনর্দরপত্রের সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল লিমিটেডের উদ্ধৃত মূল্যে চুক্তি না করে দীর্ঘদিন দেরি করে মেসার্স সাংহাই ইলেকট্রিক গ্রুপের সঙ্গে অধিক মূল্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ফলে সরকারের ক্ষতি হয় ৪৭৮ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।

নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বিউবো পিপিআর লঙ্ঘন করে মিটারের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন প্যারামিটার নির্দিষ্ট করে দিয়ে এবং এআরএম মিটার ও সফটওয়্যার একই লটভুক্ত করায় খ্যাতনামা মিটার প্রস্তুতকারী কোম্পানি দরপত্রে অংশ নিতে পারেনি। ফলে, অবাধ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হয়নি এবং উচ্চমূল্যে ক্রয় সম্পন্ন করায় অনিয়মিত ব্যয় হয়েছে ২১ কোটি টাকা।

নিরীক্ষা দল বিভিন্ন রেকর্ডপত্র পরীক্ষা করে দেখেছে, বিউবো বিভিন্ন জোনের ট্রান্সফরমার সরবরাহের জন্য চুক্তি করেছিল জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির সঙ্গে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি নির্ধারিত সময়ে ট্রান্সফরমার সরবরাহে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও সরবরাহকারীর কাছ থেকে লিকুইডেটেড ড্যামেজ কম কাটায় ৮৭ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। শিডিউল অব রেটস বহির্ভূত পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারণ না করেই উর্ধ্ব দরে মালামাল ক্রয় করার কারণেও সরকারের ক্ষতি হয় ৮৭ কোটি টাকা।

উল্লেখিত অনিয়ম ও অদক্ষতা ছাড়াও বিউবোর আরো নানাবিধ অনিয়ম ও অদক্ষতার চিত্র ফুটে উঠেছে নিরীক্ষা দপ্তরের প্রতিবেদনে। প্রায় ১০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটির তথ্যই প্রমাণ করে যে, ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম কেন বেশি হয় কিংবা উৎপাদন খরচই বা কেন বেশি পড়ে। বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো পরিচালনায় দুর্বলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শুধুই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে না পারলে নিকট ভবিষ্যতেই ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর যৌক্তিকতা বিতর্কিত হবে।

প্রতিবেদনটির তথ্য অনুসারে, রেন্টাল ও কুইক রেন্টাল কোম্পানির কাছ থেকে অনেক চড়া দামে বিদ্যুৎ কেনায় বিউবোর বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ভর্তুকি ঋণের পরিমাণ ১২ হাজার ৪৪ কোটি টাকা। প্রতিবেদনের তথ্য, ২০১১-২০১২ সালে পাবলিক পাওয়ার প্লান্টে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় ছিল ২ দশমিক ২ টাকা। গ্যাসভিত্তিক ভাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্রে উৎপাদন ব্যয় ছিল প্রতি কিলোওয়াট ১ দশমিক ৯৯ টাকা। ফার্নেসভিত্তিক ভাড়াবিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রতি কিলোওয়াট উৎপাদন ব্যয় ১৫ দশমিক ৭৭ টাকা এবং ডিজেলভিত্তিক ভাড়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রতি কিলোওয়াট উৎপাদন ব্যয় ১৭ দশমিক ৭৬ টাকা। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বলছে, শুধু ২০১১-১২ অর্থবছরে বিউবোর পরিচালনা ক্ষতির পরিমাণ ৬ হাজার ৩শ ১৮ কোটি টাকা (পাবলিক পাওয়ার প্লান্টের মুনাফা বিবেচনায়)। নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ভাষ্য, এই সময়কালে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিউবোর নিজস্ব প্লান্টে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের গড় ব্যয় ছিল মাত্র ৩ দশমিক ৬৭ টাকা, যা ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রের তুলনায় বহুগুণ কম। দলটি আরো উল্লেখ করেছে যে, 'এই সময়কালে ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রের গড় প্লান্ট ফ্যাক্টর ছিল ৪৬ শতাংশ। অর্থাৎ, স্থাপিত ক্ষমতা থেকে বিদ্যুতের উৎপাদন ক্ষমতা অনেক কম। অথচ, এই কম উৎপাদনের জন্য ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রগুলোকে চড়া দাম দিতে হচ্ছে বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য।' এখন সরকারকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কম উৎপাদনক্ষম ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো অনিয়ম-অদক্ষতাকে সঙ্গী করেই চলবে নাকি অনিয়ম-অদক্ষতা লাঘবে পদক্ষেপ নেয়া হবে। তবে পদক্ষেপ যা-ই নেয়া হোক না কেন, ভাড়াভিত্তিক কেন্দ্রগুলোর বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল হওয়ায় যত দ্রুত সম্ভব সরকারি বড় কেন্দ্র স্থাপনই হতে পারে যথাযথ সিদ্ধান্ত। ■